৩। খুঞা তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাতে।

৪। মাতঙ্গ পড়িলে গড়ে পতঙ্গ প্রহার করে।

৫। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। ইত্যাদি।

তাঁর ভাষার ঐশ্বর্যও অতুলনীয়, সংস্কৃত, পারসী ও প্রকৃত বাংলা শব্দের সুন্দর সমন্বয়ে তিনি ভাষার যে শুধু লাবণ্যই বৃদ্ধি করেছেন, তা নয়—তাঁর অপূর্ব শব্দবিন্যাস নৈপুণ্য দ্বারা তার মধ্যে একটি স্বচ্ছন্দ গতিবেগ দান করেছেন। ভারতচন্দ্রের হাতেই বাংলাভাষা সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ গ্রাম্যতামুক্ত হয়ে উচ্চতর সাহিত্যিক ভাষা হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে যে রুচিদোষের জন্য সাধারণত ভারতচন্দ্রে নিন্দা শুনতে পাওয়া যায় 'অন্নদামঙ্গল'-এর প্রথম খণ্ডে তা নেই। কাব্য শরীর গঠনের ব্যাপারে ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। তিনিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম সচেতন শিল্পী—যিনি সচেতন ভাবে শিল্পরীতির অনুসরণ করেছেন। কাব্য রচনা রসের প্রাধান্যকে তিনি স্বীকার করেছেন। ভারতচন্দ্রের আগে তাঁর মত নির্দোষ অন্ত্যানুপ্রাস আর কেউ ব্যবহার করতে পারেননি। এ বিষয়েও তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম সচেতন শিল্পী। ভারতচন্দ্রই সর্বপ্রথম বাংলা কাব্য রচনার ক্ষেত্রে নানাবিধ ছন্দের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। ছন্দ তাঁর মৌলিক সৃষ্টি। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ছন্দকে তিনি নানাভাবে ব্যবহার করেছেন।

ভারতচন্দ্রকে ব্যঙ্গরসের কবিও বলা যায়। সামাজিক কুপ্রথার প্রতি বক্রোক্তি তাঁর হাস্যরসের মূল। দাসুবাসুর বর্ণনায় ও কোটালের ভীতিতে তদানীন্তন বাঙালির জাতীয় জীবনের কাপুরুষতার প্রতিই তিনি ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর কাব্যে ভক্তির জায়গা দখল করেছে ব্যঙ্গ আর অবিশ্বাস। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাসাহিত্যে সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যেই তার প্রথম আভাস লক্ষ্য করা যায়।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর অন্নদামঙ্গলেরই অন্তর্ভুক্ত। মানসিংহের বাংলা আক্রমণের কাহিনী বর্ণনা উপলক্ষ্য করে কবি কৌশলে এটি মূলকাব্যে সন্নিবিষ্ট করেছেন। এটির আর এক নাম 'কালিকামঙ্গল'। সংস্কৃত 'চৌরপঞ্চাশিকা' নামে একটি শ্লোক সংগ্রহ এবং পূর্ববর্তী কবিদের বিদ্যাসুন্দর অবলম্বনে ভারতচন্দ্র এটি রচনা করেছেন। রাজকুমারী বিদ্যাও রাজকুমার সুন্দরের গোপন প্রেম, বিদ্যার পিতা মহারাজ বীরসিংহ কর্তৃক চোর ধরা। শিরছেদের জন্য মশানে নিয়ে যাওয়া। কালিকার প্রসাদে তাঁর অবলম্বন। তবে হীরামালিনী বিদ্যার মা, নগরপাল—কোটল ইত্যাদি অপ্রধান চরিত্রগুলি তাঁর কাব্যের এই অংশে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

বিদ্যাসুন্দর সম্পর্কে অনেকে অশ্লীলতার অভিযোগ এনেছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র আদিরসকে অলঙ্কৃত শিল্পসুষমা দান করেছেন।

অন্নদামঙ্গলের শেষ অংশের নাম মানসিংহ কাব্য। এটি অন্নদামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত হলেও এটিকে একটি স্বতন্ত্র কাব্য বলেই অভিহিত করা যায়। এর রচনার সময় হল ১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দ।

ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করে রচিত হলেও 'মানসিংহ-কাব' কাব্যই, ইতিহাস নয়। তবে এই কাব্যে মানসিংহ ছাড়াও জাহাঙ্গীর, প্রতাপাদিত্য, ভবানন্দ প্রমুখ ঐতিচহাসিক চরিত্রেরও উপস্থিতি আছে। মানসিংহ কাব্য রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের মহিমাকীর্তন। নবদ্বীপ রাজবংশের আদিপুরুষ ভবানন্দ স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা, অন্নদার মাহাত্ম্য প্রচার করবার জন্যই মর্ত্যধামে তাঁর আগমন—এটিই মানসিংহ কাব্যের বিষয়বস্তু। তাই কাব্যটির নাম মানসিংহ না হয়ে ভবানন্দ হলে ঠিক হত। এই কাব্যের উপসংহার ভারতচন্দ্র অন্নদার মুখ দিয়ে কৃষ্ণনগরের রাজবংশাবলী ও তার রাজাদের সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বানী করেছেন, তার মধ্যে তাঁর ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

মঙ্গলকাব্যের প্রায় সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রচিত হলেও অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে এর কিছু কিছু পার্থক্য আছে। যেমন—চণ্ডীমঙ্গলে পরস্পর সম্পৃক্ত দুটি কাহিনী অন্যদিকে এতে আছে পরস্পর স্বাধীন

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.